সংবাদ

তারিখ 10 AUG 2007

আইন মেনেই আউটার ক্যাম্পাস হয়েছে : ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ

ফরিদ উদ্দিন

সরকার ১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের নির্দেশ দিলেও আপাতত ক্যাম্পাসগুলো বন্ধ করছেন না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ। কোন তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং সরকারের কাছ থেকে এখনও কোন অফিসিয়াল নির্দেশ না পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা দাবি করেন তারা সরকারের আইন মেনেই ঢাকার বাইরে ক্যাম্পাস চালু করেছেন। কিন্তু কোন তদন্ত না করে ঢালাওভাবে ক্যাম্পাস বন্ধের নির্দেশকে তারা মেনে নেবেন না।

গতকাল বৃহস্পতিবার আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের নির্দেশ দেয়া কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা 'সংবাদ'কে এসব কথা বলেন।

আউটার ক্যাম্পাসের সরকারি অনুমোদন আছে কিন্তু শিক্ষার নামে বাণিজ্য চালাচ্ছে এরকম অভিযোগ আনা হয় ৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম (ইউএসটিসি),

আইন : পৃঃ ২ কঃ ৭

আইন : মেনেই

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, আহসানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয় ও লিডিং বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট।

গত মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক নীতিনির্ধারণী সভায় ১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু সরকারের অনুমোদন নিয়ে কার্যক্রম চালানো এবং কোন অভিযোগ না থাকায় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, শান্ত মারিয়াম ও সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি আউটার ক্যাম্পাস চালাতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সূত্রে জানা গেছে, এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এশিয়ান ও শান্ত মারিয়াম বিএড-এমএড এবং সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি শুধু এমবিএ কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করাতে পারবে। এ ব্যাপারে ইউজিসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, এসব কোর্সের বাইরে যদি অন্য কোন বিষয়ে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম চালায় তবে তাদের অনুমোদনও বাতিল করা হবে।

আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের ব্যাপারে ইউএসটিসি'র উপাচার্য অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম 'সংবাদ'কে বলেন, আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের সিদ্ধান্তটি মোটেই ঠিক নয়। এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ না করে বরং সঙ্কুচিত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইউএসটিসি'র বিরুদ্ধে শিক্ষা বাণিজ্যের যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উল্লেখ করে ডা. নুরুল ইসলাম বলেন, ইউএসটিসি সেন্টার অফ এক্সিলেন্ট অরগানাইজেশনের মর্যাদা পেয়েছে। তাই বাণিজ্য করা হচ্ছে এ কথাটি মোটেই ঠিক নয়। তিনি আরও বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩শ' বিদেশী শিক্ষার্থী রয়েছে। ব্যবসা নয়, শিক্ষার বিষয়টিই আমরা বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তিনি বলেন, সরকারি নীতিমালা অনুসারেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় করেছি। যারা নীতিমালার বাইরে চলছে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হোক।

ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি'র মিডিয়া কনসালটেন্ট ফাইমুম বলেন, আসলে আউটার ক্যাম্পাস বলতে সরকার কী বোঝাচ্ছে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। আমাদের ঢাকার বাইরে চট্টগ্রামে আরেকটি ক্যাম্পাস আছে। সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ক্যাম্পাসটি পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের বিষয়টি আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনেছি। এ ব্যাপারে এখনও সরকারের পক্ষ থেকে চিঠি পাইনি।

অপরদিকে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস স্থাপনের কোন অনুমোদন না থাকায় সরকার ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেয়। নির্দেশ অনুযায়ী নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করাতে পারবে না। কিন্তু যেসব ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত তারা শিক্ষাবর্ষ শেষ করার সুযোগ পাবে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে নর্দার্ন, প্রাইম, দারুল ইহসান, ইউআইটিসি ও রয়েল ইউনিভার্সিটি।

ক্যাম্পাস বন্ধের বিষয়টি নিয়ে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির পরিচালক লুৎফর রহমান বলেন, ঢাকার বাইরে আমাদের রাজশাহী ও খুলনায় দুটি ক্যাম্পাস আছে যা সরকারের অনুমোদন নিয়ে করা হয়েছে। উভয় ক্যাম্পাসই আমাদের নিজস্ব ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে।